দৈনিক জনতা

তারিখ ... 10 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

৭৫

৯।

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি

জাতীয় সংসদে গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ও ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ভাইস চ্যান্সেলর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহ ধরে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে এবং তাঁর টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। এ সম্পর্কে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, ভিসির সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তাঁকে বের করে আনার জন্যে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন পড়লে তাঁর পরামর্শ নিয়েই তা করা হবে। আপাতত তাঁর কোনো অসুবিধা নেই বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। জামাতের সংসদ সদস্য মীর এনামুল হক বলেন, ছাত্র শিবির সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্মীরা সন্ত্রাস করছে না। তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় অবস্থান ধর্মঘট করছে।

গত এক সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যখন মারাত্মক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তখন ক্ষমতাসীন দল ব্যাপারটিকে হালকা মেজাজে গ্রহণ করছেন। এর কারণটা কি? আমাদের মনে হচ্ছে, জাতীয় সংসদে জামাত যেমন বিএনপিকে রাজনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে, তার মূল্যটা পরিশোধ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসের (!) ব্যাপারে চোখ বুঁজে থেকে। ভাবখানা এই যে, ও তেমন কোনো ঘটনা নয়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মন্তব্য হচ্ছে জামাত সংসদ সদস্যের। ছাত্র শিবির সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সন্ত্রাস করছে না। তারা গণতন্ত্র চর্চা করে চলেছে ভিসিকে ঘেরাও করে টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে। গণতন্ত্রে কোনো ব্যক্তির টেলিফোন লাইন কেটে দেবার গণতান্ত্রিক অধিকার ঘেরাওকারীদের আছে কিনা, আমরা তা জানি না। তবে এটুকু অন্তত বুঝি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক, প্রধান অভিভাবক। সেই অভিভাবককেই জিম্মি করে রেখেছে ছাত্র শিবির কর্মীরা। তারা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, ভিসি ছাত্রদের দুই চোখে দেখেন, বিচার করেন, তিনি একপেশে নৈতিকথার অধিকারী। অভিযোগ প্রমাণের আগে নিশ্চয় ভিসিকে জিম্মি করা রাজনৈতিকসুলভ কর্ম নয়। উচ্চপদস্থ নেতারা যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তখন এমনতর আন্দোলনে হয়তো যাওয়া যায়। এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটির রিপোর্ট যে 'এক চক্ষু হরিণের' মতো হতে পারে, সেটি সরকার অনুধাবন করতে পারেননি। কমিটি অবশ্যই হতে হবে তিন/পাঁচ কিংবা সাত/নয় সদস্যের। কারণ রাজনৈতিক সততা আমাদের রাষ্ট্রীয়, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটির প্রধান তাঁর নিজের মতো করে দেখেছেন। তাঁকে সংশোধন কিংবা সঠিক তথ্য পরিবেশন করার কেউ ছিলো না। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অন্য সদস্য কর্তৃক যাচাই করা যায়নি। কারণ তিনিই একমাত্র কর্তা। আমরা পত্রিকায় পড়েছি ছাত্র শিবিরের ছাত্ররা ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ভিসিকে অপসারণ করার চাপ দিচ্ছে। তারা ভিসিকে জিম্মি করে রেখেছে তাঁরই বাসায়।

এই পরিস্থিতি দেশের সচেতন মানুষের জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত ছাত্রনামধারীরা শিবিরের ক্যাডারে যে আছে, তা হলফ করে বলা যায়। জাতীয় সংসদেও ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ছাত্রদের হাতে জিম্মি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু জামাত তা স্বীকার করে না। যেমন স্বীকার করে না আওয়ামী লীগ ও বিএনপিও। কিন্তু এদেরই সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসগুলোর পরিবেশ নগ্ন করে তুলেছে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে। শিক্ষামন্ত্রী ভিসিকে উদ্ধারের ব্যাপারে কথা বলেছেন। বলপ্রয়োগ করে তাঁকে সরিয়ে আনা হবে। কিন্তু তিনি বলেননি সন্ত্রাসীদের দমন করে জিম্মিকে মুক্ত করা হবে। বলেননি ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা ভিসিকে আটক রেখেছে। নিশ্চয় দুর্ভাগ্য আমাদের। কারণ আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে যাবে। আমরা পুনরায় ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারবো। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার বর্তমানে ক্ষমতায়। এমন কি সংসদীয় পদ্ধতিও চালু করার পথে, ঠিক সংকট উত্তরণের শুভলগ্নে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অপরাপর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা আর সন্ত্রাস চাই না। জাতি চায় না এই সন্ত্রাস, হত্যা, গুম, খুনের করুণ ইতিহাস। ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পরিচয় যাই থাক, ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদের পবিত্র কর্তব্য হবে সন্ত্রাসীদের শিকড়শুদ্ধ উৎখাত করা। সেটি না হলে দেশ ও জাতি ধীরে ধীরে তিমিরাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি সব পরিকল্পনাই নিমজ্জিত হবে একদিন। আর আমরা এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করছি।